বিজ্ঞান চরিত্রে ও চিত্রে—

চুম্বক-রহস্য

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক
এবং ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত "বিজ্ঞান-আলোচনা" প্রণেতা
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম, এস-সি
প্রণীত

এস্ গুপ্ত এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য আট আনা মাত্র

সর্ব্বাগ্রজ ভ্রাতা

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের

পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে অর্পণ

করিলাম
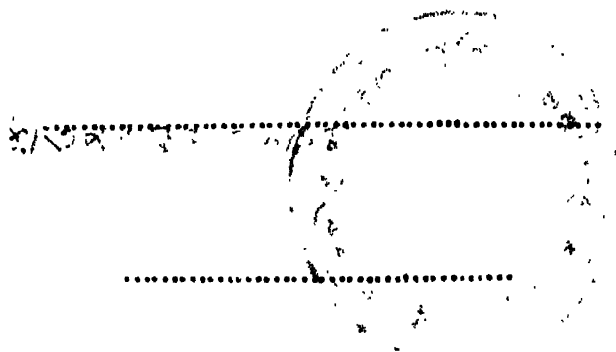
বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং বর্ত্তমান রেক্টর
শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু এম-এ, এম-আর-এ-এস
মহাশয়ের অভিমত :—

বইখানি নূতন ধরণে লেখা। লোকচরিত্রের ভিতর দিয়া চুম্বক-বিজ্ঞানের সাধারণ কথাগুলি বেশ সরস ও সরলভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছোট বড় সকলেই পুস্তকখানি পড়িয়া খুব তৃপ্তি পাইবে বলিয়া মনে করি।

মহালয়া
২১শে আশ্বিন,
১৩৪১ সাল

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু
বঙ্গবাসী কলেজ

চুম্বক-রহস্য

প্রথম স্তবক

[সদর রাজপথের পাশে একটী গাছের ডালে ঝুলানো দোলায় উঠিয়া চুম্বক দোল খাইতেছিল ; তামারাম দৈবক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।]

তামারাম—একি ভায়া ! তোমার এমন দশা কেন ? দড়ীতে ঝুলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত খালি এদিক ওদিক দুল্‌ছো। একটুকালও কি স্থির হয়ে থাকা যায় না?

চুম্বক— তা যায় বৈকি। একটিবার আমাকে উত্তর দক্ষিণ-মুখো রেখে আস্তে হাত সরিয়ে নাও, দেখ্‌বে কেমন শান্ত ছেলেটীর মত একদম

চুপচাপ হয়ে থাক্‌তে পারি। তবে কি জানো, এক ঘেয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বড্ড বিরক্তি বোধ হয়, তাই মাঝে মাঝে দোল খেয়ে শরীরটায় একটু স্ফুর্ত্তি এনে নেই।

তামারাম— আচ্ছা, যেমন্‌টি করে রাখ্‌তে বল্লে ঠিক তেমনি আমি তোমায় রেখে দিচ্ছি। কিন্তু এ উপকারের জন্য আমাকে একটা কিছু পুরস্কার দিতে হবে আগেই বলে রাখ্‌লুম।

চুম্বক— এই সামান্য একটু কাজের জন্য আবার পুরস্কার! থাক্‌, থাক্‌, তোমার কিছু করে কাজ নেই। দোল খেতে খেতে এক্ষুনি আমি ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়াবো। তোমার সাহায্য না পেলেও আমার চল্‌বে।

তামারাম—রাগ কোরোনা ভায়া। আমি এমনি তোমায় ঐরূপ বলেছিলুম। এসো, তোমায় আমি ঠিক জায়গায় রেখে দিচ্ছি।

[তামারাম চুম্বককে দক্ষিণ-উত্তর-মুখো করিয়া ছাড়িয়া দিল। চুম্বক স্থির অবস্থায় না থাকিয়া ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল।]

তামারাম—(অপ্রস্তুতভাবে) ও সর্ব্বনাশ! কি করলুম! তুমি এতক্ষণ শুধু এপাশ ওপাশ কোর্‌ছিলে, এখন যে ইলেক্‌ট্রিক পাখার মত ঘুরেই চল্‌ছো। তোমার ভাল কর্‌তে গিয়ে শেষটায় মন্দ হয়ে দাঁড়ালো।

এখন কি করা যায় ভায়া। এত প্রচণ্ড পাকে তোমার মাথায় রক্ত উঠ্‌লে যে বড় মুস্কিলের কথা হবে।

চুম্বক· আমারই ভুল হয়েছে তোমায় বল্‌তে। তোমার কোনই দোষ হয়নি। যাক্, তুমি ব্যস্ত হোয়োনা তামারাম। আমার যে দিক্‌টা উত্তর দিকে রেখেছিলে সেইটে দক্ষিণ দিকে আর যে দিকটা
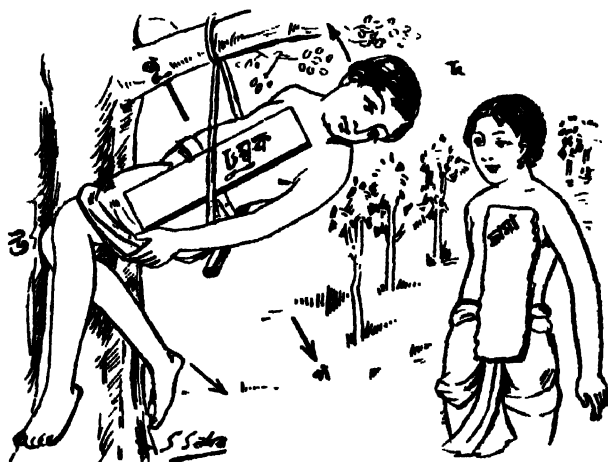
[চুম্বক স্থির অবস্থায় উত্তর-দক্ষিণ মুখো হয়ে আছে]

দক্ষিণ দিকে রেখেছিলে সে দিক্‌টা উত্তরদিকে রেখে আস্তে হাত সরিয়ে নাও দিকিনি—সব ঠিক হয়ে যাবে।

[তামারামের আদেশ পালন]

তামারাম—তাইতো! তুমি যে ঠিকই বলেছিলে। এখন যে তোমার নড়া চড়া কিছুই দেখ্‌ছিনে। কেন অমন হয় ভায়া?

চুম্বক— কেন অমন হয় জানিনে। নানা লোকে নানা কথা বলে। সে বিষয় যথাসময় জানতে পার্‌বে। তবে আজন্ম দেখে আস্‌ছি, দোলায় উঠ্‌লেই আমার একটা দিক্ শুধু দক্ষিণ-মুখো আর অপর দিক্‌টা শুধু উত্তর-মুখো হয়ে থাক্‌তে চায়। এর বিপরীত যে কোন মুখো করে আমায় রেখে দিলেই সর্ব্বনাশ। তখন যেন মাথা গরম হয়ে আমায় ভয়ানক অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে।

তামারাম— তা হলে তোমার ছুটো দিকের বিশেষত্ব আছে?

চুম্বক—হাঁ আছে বৈ কি। আমার যে দিক্‌টা দক্ষিণ-মুখো ওর নাম দক্ষিণ মেরু; আর অপর দিকটা উত্তর-মুখো বলে ওর নাম উত্তর মেরু। আমার ছুটো দিক্‌ই দেখ্‌তে একরকম—তাই উত্তর মেরুর কাছে "উ" অক্ষরটী লেখা থাকে। দোলায় দোল দেয়ার কালে এই কথাটী যেন আবার ভুল করে না বসো।

তামারাম—আচ্ছা ভায়া, তুমি এইবার নেমে পড়ো। আমি একটু দোল খেয়ে নেই। তোমার মত ২।১টী ঘোর পাক খেলে তো ভারী মজা হবে।

চুম্বক— এসো, তোমায় আমি সাহায্য করছি। কিন্তু একি হোলো! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমাকে যেখানেই রাখ্‌ছি তুমি যে সেখানেই থেমে রইছো। নড়ন-চড়নের কথাটী নেই। উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম যে তোমার কাছে কোন প্রভেদ নেই।
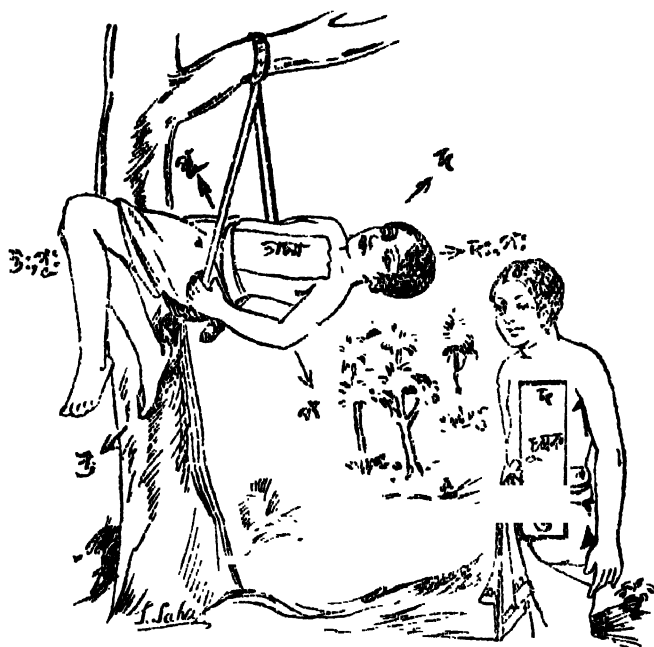
[চুম্বক নামিয়া আসিল এবং তামারাম দোলায় উঠিল]

তামারাম—যাকগে। এইবার নেমে পড়ি। তোমার বরাত ভাল। ভগবান তোমাকে বিশেষ গুণ দিয়েছেন। আমরা নির্গুণ, নিরেট। গুণীলোকের কাছ থেকে সরে পড়াই কর্ত্তব্য।

চুম্বক— আজ বিকেলে টাউন হলের সামনের ময়দানে একটা প্রদর্শনী খোলা হবে। সেখানে যাচ্ছো তো?

তামারাম—ওসব জায়গায় তোমাদেরই যাওয়া খাটে। আমার এমন কি গুণ আছে যা দেখাতে সেখানে যাবো? অবিশ্যি হাতে বিশেষ জরুরী কাজ না থাক্‌লে একবার গিয়ে দেখে আস্‌বো। আচ্ছা, তা হ'লে এইবার চল্লুম।

দ্বিতীয় স্তবক

[দস্তারাম গ্রাম্যপথে একাকী পাইচারী করিতেছিল, তামারামকে দূর হইতে দেখিয়া আহ্বান করিল।]

দস্তারাম—হ্যালো ফ্রেণ্ড্, কোথায় যাচ্ছো? একবার দয়া করে এদিকে এসো। খুব জরুরী কথা আছে।

তামারাম—(নিকটে আসিয়া) কি ব্যাপার বলনা, ভাই।

দস্তারাম— ব্যাপার বড়ই গুরুতর। চুম্বকব্যাটা দোলায় দুলে উত্তর দক্ষিণের একটানা হাওয়া খেয়ে

বড্ড কেঁপে উঠেছে। গ্যাছে কাল সোনারাম রূপারাম প্রভৃতি ও আমাতে মিলে গিয়েছিলুম একজিবিশন দেখ্‌তে। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লুম ও কখন দোল খাচ্ছে, কখনও উত্তর-দক্ষিণ-মুখো হয়ে আপনাতেই থেমে আছে। আমাদের লক্ষ্য করে বল্‌লে,"তোমরা আমাকে দোলায় পূব-পশ্চিম-মুখো করে রাখ্‌তে পার্লে বুঝ্‌বো তোমাদের কেরামতি।" ওমা! আমরা কি ছাই জান্‌তুম ওর ভূতের সঙ্গে ভাব। আমরা যতই ওকে সরিয়ে দেই, ও হেলে দুলে ওর কথা মত জায়গায় এসে ঠিক দাঁড়িয়ে রইলো!

তামারাম—সোনারাম, রূপারাম কি কর্‌লে?

দস্তারাম— তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছো। সোনারাম, রূপারামের অহঙ্কার তো তোমার অজানা নয়। তারা সোজা বুক ফুলিয়ে বলে বস্‌লে "অমন ধারা আমরাও পার্‌বো। ওতে কিচ্ছু বাহাদুরি নেই।" কিন্তু ও হরি! দোলায় চড়ে খানিক বাদে সোনারাম ও রূপারাম একবার কোণাকুণি একবার পূব-পশ্চিম আবার উত্তর-দক্ষিণ অর্থাৎ যখন যেখানে খুসী তখন সেখানে এসে থাম্‌লে।

তামারাম—আর কেউ দোলায় চড়েছিলো?

দস্তারাম—হ্যা, প্রায় সকলেই। সোনারাম ও রূপারামের পরাভব দেখে পেতলরাম থেকে আরম্ভ করে ধাতু-বংশের কেউ বাদ যাইনি। শেষটায় কাষ্ঠ, কাগজ মহাশয়েরাও নিজেদের গুণের পরখ করে নিলে। কিন্তু চুম্বকের কাছে সোনা ও কাঠের মূল্য এক হয়ে গেলো!

তামারাম—তাইতো! আমি উপস্থিত থাকলে তোমাদের এ অপমান বরণ করে নিতে হোতো না। চুম্বক ভায়ার ঐ গুণের কথা আমার জানা ছিল কিনা। আমি সঙ্গে থাকলে অমন ধারা গুণ-পরীক্ষার ভেতরে তোমাদের যেতে দিতুম না। সে যাকগে—কিন্তু এতে করে চুম্বকের ওপোর তোমাদের রাগ করার কি কারণ আছে?

দস্তারাম—এ জন্যেই কি আর আমরা চটেছি, বন্ধু। সবটা শুনে তবে মত প্রকাশ কোরো।

তামারাম—বেশ, কি হয়েছিল শুনি।

দস্তারাম—তারপরে আমরা সবাই মিলে যখন ওর পাশ কাটিয়ে আসছিলুম, তখন বলা নেই কওয়া নেই, ও লোহারামকে বন্ধ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধর্লে। ছাড়বার কথাটী নেই। কি ভালবাসার টান! লোহারামের ভেতর এত গুণপনা ছিল কে জানতো? আচ্ছা, আমরা না হয় নগণ্য জীব—

অমন সুন্দর সোনারাম, রূপারামকে ছেড়ে শেষ-টায় কিনা চুম্বক ব্যাটা আমাদের চাইতেও কালো কুৎসিৎ লোহারামকে ভালবেসে ফেল্লে। এ অপমান কি সহ্য করা যায় বল দেখি?

তামারাম—নিশ্চয়ই নয়। তারপরে তোমরা কি মতলব কর্লে?

[চুম্বক লোহারামকে আলিঙ্গন করিল।]

দস্তারাম—গেছে কাল সন্ধ্যা বেলাতেই আমাদের এক বিশেষ বৈঠকে ঠিক হয়েছে, চুম্বক ব্যাটাকে বেশ ভাল মত শিক্ষা দিতে হবে। কি প্রণালীতে তা সম্পন্ন করা যায় এ বিষয় আজ বিকেলে আবার আমাদের পরামর্শ বৈঠক বস্‌বে। তুমি সেখানে অবশ্যই উপাস্থত থেকো বন্ধু। সোনারাম, রূপারামের

অপমানে আমাদের ধাতু বংশেরই অপমান নয় কি? তোমার মত কূটনীতিজ্ঞ না হ'লে কোন ষড়যন্ত্রই যে টিকবে না। আচ্ছা, তা'হলে এখন আসি।

[দস্তারাম নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।]

তামারাম—(স্বগত) সোনারাম, রূপারাম আমার চিরশত্রু। ওরা আমাকে অবজ্ঞার চোখে বরাবর দেখে আসছে। ওদের যাতে মর্য্যাদা নষ্ট হয় তাতে আমি বাধা দেবো! কক্ষণই নয়। আবার চুম্বক—না কুলে না গোত্রে, কাজেই ওর উপরও বেশী নির্ভর করা যাবে না। খুব হুসিয়ার হয়ে সোনা-রামদের দলেই ঘিষে পড়ি। তারপরে বরের পিশী কনের মাসী হয়ে বেশ চাল খাটানো চলবে। বাইরে কাউকে বুঝতে দেবোনা আমি কার শত্রু কার মিত্র। হয়তো এতে চুম্বক ভায়ার কিছু উপকারই হবে। আর আমারও ভবিষ্যতে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।

তৃতীয় স্তবক

[চুম্বক গৃহ প্রাঙ্গনে বেড়াইতেছিল, এমন সময় লোহারামকে আসিতে দেখিয়া]

চুম্বক— এই যে লোহারাম, আয়। তোদের দেখ্‌লেই একটা দুর্দ্দমনীয় স্নেহের টান উপলব্ধি করি। ছুটে গিয়ে তোদের জড়িয়ে ধর্‌তে ইচ্ছে হয়। তোরাও কত সময় একটু স্বাধীন চলাফেরার ক্ষমতা পেলেই আপনা থেকে আমার পানে ছুটে এসে আমার গায়ে লেগে থাকিস্। কি সত্যিকারের ভালবাসা এ! ভালবাসা এমনটী না হয়ে কেবল এক মুখো হলে কি সে বেশীক্ষণ টেকে!

লোহারাম—আচ্ছা, আপনার এ ভালবাসা আর কারোর উপর দেখ্‌তে পাইনে কেন?

চুম্বক— আরে, তা কি কখন হয়। তোদের আমাদের ভেতর প্রত্যেকটী অণু বা সূক্ষ্মাংশ যে একই ধাতে গড়া। একই রক্ত যে আমাদের উভয়ের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। বিধাতার অভিশাপে তোরা পতিত এবং গুণী হয়েও নির্গুণ হয়ে আছিস্। আমার সব কটী গুণ যে তোদের ভেতরেও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

আমিও কি এমনটী ছিলুম আগে! কত বছর কত যুগ তোরই মত পতিত অবস্থায় কেটে গেলো! কিন্তু যে দিন চুম্বক পাথরের পরশ পেলুম, সেদিন থেকে আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ

[চুম্বক ও লোহার কথোপকথন]

হোলো। আমি চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে চুম্বকেরই মত আচরণ কর্ত্তে লাগ্লুম।

লোহারাম —আমি ও তাহ'লে জাতে উঠ্তে পার্বো ?

চুম্বক— নিশ্চয়ই পার্বি। লোহা মাত্রেরই এ যে জন্মগত অধিকার। আয়! আমি তোকে চুম্বক ধর্ম্মে

দীক্ষিত কর্‌ছি। এক্ষুণি তুই আমার মত গুণের অধিকারী হয়ে পড়্‌বি।

[চুম্বক একটা টেবিলের উপর লোহারামকে শায়িত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা লোহারামের শরীর বরাবর একদিকে কয়েকবার মর্দ্দন করিয়া দিল।]

লোহারাম—(শায়িত অবস্থায়) এ সত্য না স্বপ্ন! গুরুদেব, আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার দেহে যেন একটা
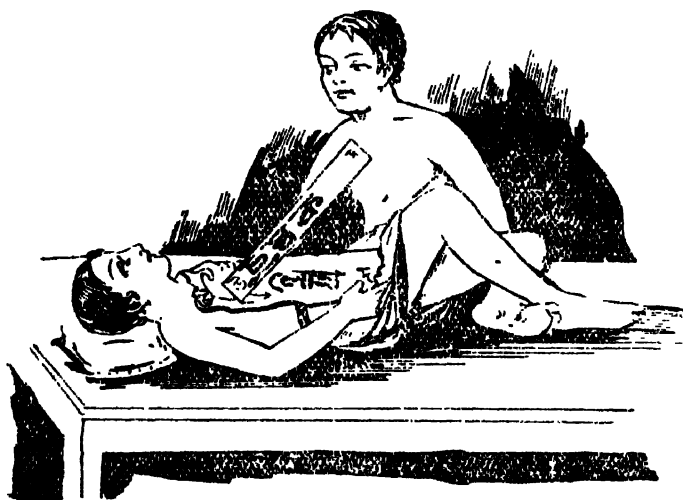
[লোহা চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে]

নূতন শক্তির উৎস খুলে গেলো অনুভব কর্‌ছি। আজ আমি ধন্য! কি করে আপনার এ উপকারের প্রতিদান দেবো ভেবে পাইনে।

চুম্বক— ব্যস্ত হোস্‌নে লোহারাম। কৃতজ্ঞতা দেখানোর কিছুই আমি করিনি। আমার কর-মর্দ্দনে তুই তোর নিজেরই প্রচ্ছন্ন শক্তি ফিরে পেয়েছিস্‌। এতে আমার নিজের চুম্বক শক্তি মোটেই হ্রাস পায়নি, কাজেই আমার স্বার্থও কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

লোহারাম—(চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত)—গুরুদেব, এ রহস্য আমি ঠিক উপলব্ধি কর্ত্তে পারলুম না।

চুম্বক— গোড়ায় একটু আগেই এর আভাষ আমি তোকে দিয়েছি। এখন পরিষ্কার করে বল্‌ছি। আমাদের মতই তোদের গোটা শরীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আণবিক চুম্বকের সমষ্টি। এই আণবিক চুম্বকগুলি আমাদের ভেতরে থাকে সার-করে সাজানো, আর তোদের মধ্যে থাকে বড্ড এলোমেলো ভাবে। এই কারণে আমাদের চুম্বক শক্তি বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তোদের তা সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন চুম্বক তোদের গা ঘষে দিলে এলোমেলো আণবিক চুম্বকগুলো সার হয়ে এসে দাঁড়ায়, ফলে তোদের চুম্বক ধর্ম্ম আমাদেরই মত বেরিয়ে পড়ে।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) তা হলে চুম্বক অথবা যারা চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে তাদের ভেতরে সার-দিয়ে সাজানো সূক্ষ্ম চুম্বকগুলো যদি বাইরের কোন প্রভাবে এলোমেলো হয় তাহলেই ওদের চুম্বকত্ব

নষ্ট হবে, কেননা তখন চুম্বক ধর্ম্মতো আর বাইরে প্রকাশ হতে পার্‌বে না।

চুম্বক— ঠিক ধরেছিস্ লোহারাম! তোর বুঝ্‌বার শক্তি দেখে ভারী খুসী হলুম।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—কিন্তু গুরুদেব; আমার যেন বোধ হচ্ছে আপনার মত বড় বড় লোহাকে আমি টেনে আন্‌তে পার্‌বো না। তাহলে আমার চুম্বক-শক্তি আপনার তুলনায় ঢের কম বল্‌তে হবে। এ শক্তি কি আর বাড়ানো চলে না?

চুম্বক— শক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা অবধি বাড়ানো চলে। তাও গুরুর কৃপায়—নিজের চেষ্টায় হয় না। তোকে আরও বার কয়েক অঙ্গ-মর্দ্দনে অধিকতর শক্তিমান করে দিচ্ছি, আয়।

[চুম্বক পূর্ব্ববৎ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত লোহারামের দেহের উপর কয়েকবার করমর্দ্দন করিয়া দিল]

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—তাইতো গুরুদেব, আপনার কর-স্পর্শের সঙ্গে আমার শক্তি যেন ক্রমাগত বেড়ে আস্‌ছে। কিন্তু এ শক্তি যেন সমান ভাবে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়্‌ছে না।

চুম্বক— ঠিক বলেছিস্। তোর দেহের দুই প্রান্ত ভাগেই সব চেয়ে বেশী চুম্বক-শক্তির আবির্ভাব হবে। এই শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে তোর দেহের মাঝখানে

একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যে দুই প্রান্তে সব চেয়ে বেশী শক্তি তাদের চুম্বক মেরু বলে জান্‌বি।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—দুইটী মেরুর ভেতরে গুণের কোন পার্থক্য নেই?
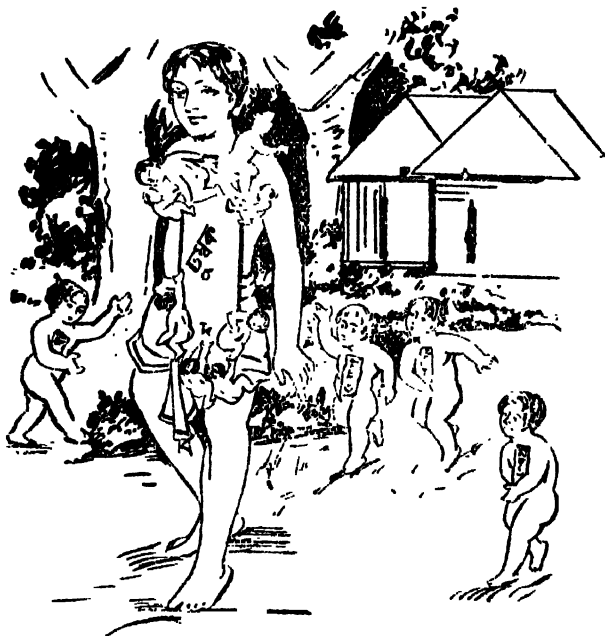
[চুম্বকের দুই মেরুতে আকর্ষণ শক্তি সব চেয়ে বেশী।]

চুম্বক— হা গুণের পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু একই চুম্বকের উভয় মেরুর আকর্ষণ শক্তি সমান। আজ সকাল বেলাও এর একটা সুন্দর প্রমাণ পেয়েছি। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে তোদের পাড়ার ভেতর দিয়ে আস্‌ছিলুম, হঠাৎ কতগুলি বাচ্চা লোহা আমার

পেছনে ছুটে এলো। প্রত্যেক মেরুর কাছে চারটে করে ঐ বাচ্চা লোহা আমায় আকড়ে ধর্লে। কোন মেরুই চারটের বেশী ধরে রাখ্তে পার্লে না। মাঝখানে আকর্ষণ নেই বলে ও জায়গাটা একদম ফাঁকাই রয়ে গেলো।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—কিন্তু মেরু দুটোর প্রভেদ কিরূপে বুঝ্বো, গুরুদেব!

চুম্বক— যখনই দোলায় উঠ্বি তখনই দেখ্তে পাবি, একটী প্রান্ত কেবল দক্ষিণ দিকে এবং অপর প্রান্তটী কেবল উত্তর দিকেই থাকে। যে প্রান্ত দক্ষিণ-মুখো তার নাম দক্ষিণমেরু, আর যে প্রান্ত উত্তর-মুখো তার নাম হোলো উত্তর মেরু। চুম্বকের দুটো মেরুই লোহাকে আকর্ষণ করে। দুটো চুম্বকের একই রকমের মেরু দুটো পরস্পরকে ঘৃণায় বিকর্ষণ করে অর্থাৎ এড়িয়ে চলে। কিন্তু বিপরীত মেরু দুটো ভালবাসায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—তাহলে কোন চুম্বকের আর একটী চুম্বককে ভালবাস্তে হলে এ বিষয় হুসিয়ার থাকা একান্ত উচিত। আচ্ছা গুরুদেব! কতদূর অবধি একটি লোহার উপর আমার চুম্বক শক্তি বিস্তৃত হবে? আর দুটী চুম্বকের সদৃশ মেরুর বিকর্ষণ

এবং বিপরীত মেরুর আকর্ষণের কথা যে বল্‌লেন, উহাই বা কি নিয়মের অধীন ?

চুম্বক— সুন্দর প্রশ্ন করেছিস্‌, লোহারাম। এক একটী করে তোর কথার জবাব দিচ্ছি। প্রত্যেক চুম্বকের নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ওর চার্‌দিকে একটা জায়গা আছে, যাকে বলে চুম্বকের প্রভাব-ক্ষেত্র। প্রভাব-ক্ষেত্রের কোন বিন্দু তোর মেরু দুটো থেকে যত বেশী দূরে হবে, সেখানে তোর আকর্ষণ শক্তি ততই কম হয়ে যাবে। এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বল্‌ছি। দুটো চুম্বক-মেরুর ভেতর আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বেগ নির্ভর করে প্রত্যেকটী মেরুর শক্তির আর ওদের ব্যবধানের ওপোরে। মেরুর শক্তি যত বেশী হবে, তত একই ব্যবধানে থেকেও দুটো মেরুর আকর্ষণ বা বিকর্ষণের বেগ ক্রমে বেড়ে যাবে। কিন্তু দুটো মেরুর শক্তি ঠিক থাক্‌লে, ওদের ভেতর আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণের বেগও ওদের ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়্‌বে বা কমে আস্‌বে।

লোহারাম (চুঃ ধঃ প্রাঃ)—আপনার কাছে আজ অনেক কিছু শিখ্‌লুম ও জান্‌লুম। এইবারে দীক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আর কোন গূঢ় কথা থাক্‌লে বলে দিন।

চুম্বক— হাঁ, দীক্ষাপ্রাপ্ত চুম্বকের মে[illegible]টীর কথা বলা হয়নি। তোর দেহের উত্তর মেরু দিয়ে যদি লোহার শরীর

মর্দ্দন করিস্, তাহলে যে প্রান্ত থেকে মর্দ্দন সুরু কর্‌বি, সেখানে হবে সদৃশ অর্থাৎ উত্তর মেরু—আর যে প্রান্তে মর্দ্দন শেষ কর্‌বি, সেখানে হবে বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু। দীক্ষার সময় যদি দক্ষিণ মেরু ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে লোহার প্রথম প্রান্তে হবে দক্ষিণ ও শেষ প্রান্তে হবে উত্তর মেরু (১৩ পৃষ্ঠায় ছবি দ্রষ্টব্য)।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) দীক্ষাপদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম হলে কিছু অনিষ্টের আশঙ্কা নেই, গুরুদেব?

চুম্বক— নিশ্চয় আছে? আদর্শ চুম্বকের দুই প্রান্তে মাত্র দুটো মেরু থাক্‌বে—একটী উত্তর অপরটী দক্ষিণ; দীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটীতে চুম্বকের মাঝখানেও একটী বা একাধিক মেরুর সৃষ্টি হয়। এই অতিরিক্ত একটি বা একাধিক মধ্যবর্ত্তী মেরুকে অনুষঙ্গ মেরু বলা হয়। চুম্বকে অনুষঙ্গ মেরু থাকা ভাল নয়।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) তাহলে দীক্ষা দেয়ার সময় বেশ সাবধান হওয়া দরকার।

চুম্বক— হাঁ, ঠিক বলেছিস্। আচ্ছা লোহারাম! আবশ্যকীয় সব কথাই তোকে বল্লুম। এইবারে তোদের পতিত জাত্‌টার ভেতরে চুম্বক ধর্ম্ম প্রচার করে জীবন ধন্য কর্‌গে।

লোহারাম—(চুঃ ধঃ প্রাঃ) আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(লোহারামের প্রস্থান)

চতুর্থ স্তবক

[লোহারামের প্রস্থানের পর চুম্বক চেয়ারোপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ইস্পাত আসিয়া উপস্থিত হইল।]

ইস্পাত— নমস্কার, মহাশয়!

চুম্বক— তুমি আবার কে হে? কি মতলবেই বা এখানে এসেছো?

ইস্পাত— আজ্ঞে, দাদাকে খুঁজ্‌তে এসেছিলুম্। দাদা কোথায় গেল বলে দিন।

চুম্বক— কে তোমার দাদা? লোহারামের কথা বল্‌ছো বোধ হয়। একটু আগেই সে চলে গেলো। হাঁ, হাঁ। এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি ইস্পাত— লোহারামের পিশ্‌তুতো ভাই। তা বেশ। কিন্তু লোহারাম কালো হলেও ওর কেমন কোমল শরীর, নরম ধাত—দেখ্‌লেই ভাল বাস্‌তে ইচ্ছে হয়। আর তোমাকে অমন কাঠখোট্টার মত শক্ত বোধ হচ্ছে কেন ভায়া?

ইস্পাত— সেই জন্য আমায় বুঝি বড্ড ঘৃণা করেন?

চুম্বক— না হে, ঘৃণা কেন কর্‌বো। তবে তোমায় যেন ততটা আবেগ নিয়ে ভালবাস্‌তে পারিনে।

ইস্পাত— ভালবাসা আমি চাইনে। যদি আপনি আমায় খুবই ভালবাসতেন, তাহলে সেদিন এক্জিবিশন থেকে দাদাকে নিয়েই চলে আসতেন না—আমার কথাও একটু মনে হোতো। সে থাক্‌গে। কিন্তু সত্যি বলতে কি—আপনার প্রতি ভালবাসার একটা মৃদু আকর্ষণ আমিও যেন অনুভব করি। তাই দাদার খোঁজের অজুহাতে আপনার কাছে এসে উপস্থিত হলুম।

চুম্বক— সুখী হলেম, বৎস! কিন্তু তুমি তোমাদের নিজেদের খবর না জেনে অনর্থক দুঃখ পাচ্ছ কেন?

ইস্পাত— দয়া করে আপনি আমায় বলুন।

চুম্বক— প্রথমটাতে তোমরা সবাই যখন নরম লোহার পরিবারভুক্ত ছিলে, তখন এমন ধারা প্রভেদ ছিল না। আমাদের পরস্পরের ভেতরে ভালবাসা ছিল অসীম। তোমাদের দেখ্‌লেই আমাদের স্নেহতন্ত্রী বেজে উঠতো। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কেউ অঙ্গারের সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখি করে ইস্পাত নামে আপনাদের পরিচয় দেয়া সুরু কর্লে, তখন আমরা বড্ড বিরক্ত হলুম। ইস্পাতের উপর আকর্ষণের বেগ কমে গেল। তবে শাশ্বত ভাল-বাসা কি একদম মুছে ফেলা যায় রে! তাই নরম লোহার উপরে আমাদের টান সমানই

রইলো, কিন্তু তোমাদের উপর টান তেমনটি আর রইলো না। এই জন্যেই না সেদিন অমন ভিড়ের ভেতর লোহাকে সহজেই টেনে আন্‌লুম স্নেহের আকর্ষণে। কিন্তু তোমার জন্য ভাব্‌বার ও অবসরটা হোলো না। তুমিও বাপু একটাবার এগিয়ে আস্‌তে পার্লে না।

ইস্পাত—কিন্তু মহাশয়, নরম লোহা ও আমাদের ভেতরে প্রভেদের প্রাচীর তুল্‌লে যে পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করা হবে। এর প্রতিকার আপনি না কর্লে আমরা কিরূপে মিলে মিশে থাকবো?

চুম্বক— আমার কিছুই কর্ত্তে হবে না। প্রকৃতির বিধান ছাড়া দ্বিতীয় বিধান কোথাও নেই। সে বিধান তোমায় বল্‌ছি। ইস্পাতের চেয়ে নরম লোহাকে তাড়াতাড়ি ভালবেসে আকর্ষণ করা হোলো আমাদের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। আবার সহজে ও অল্প সময়ের ভেতরে নরম লোহাকেই চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত করা সম্ভব। কিন্তু বাইরের ও ভেতরের প্রতিকুল অবস্থার প্রভাব এড়িয়ে ঐ ধর্ম্ম ওরা বেশীক্ষণ ধরে রাখ্‌তে পারে না। নরম লোহার এই অক্ষমতার জন্য স্থায়ী চুম্বক তৈয়ারে এর ব্যবহার চলে না। দীক্ষিত হ'তে তোমাদের বেশী সময় লাগ্‌লেও তোমরা এধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে পারবে অনেক

দিনে ধরে। এইজন্য স্থায়ী চুম্বক পেতে হ'লে তোমাদের ছাড়া গতি নেই। তা হলে দেখ্‌লে, নরম লোহার যে গুণটা বেশী তোমাদের সেইটে কম, আর তোমাদের যে গুণটা বেশী সেইটে আবার নরম লোহার কম। দোষে গুণে তোমরা উভয়ে সমান—কেউ কারোর কাছে ছোট হয়ে থাক্‌বেনা।

ইস্পাত— আপনার কাছে এ সব শুনে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেলো। এখন আর আমাদের আপ্‌শোষের কোন কারণ নেই। আপনি এইবার আমায় ও চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত করে দিন, গুরুদেব। নূতন শক্তির রসাস্বাদন করে জীবন ধন্য করি।

চুম্বক— আগেই বল্‌ছিলুম, তোমাদের চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্ত্তে হলে বেশী সময় দরকার। কাজেই তুমি বিকেলের দিকে এসো। তখন আমার যথেষ্ট সময় হবে।

ইস্পাত— তা বেশ। আমি তা'হলে এখন চল্‌লুম।

[প্রণামান্তে ইস্পাতের প্রস্থান]

পঞ্চম স্তবক

[চুম্বককে কি ভাবে জব্দ করা যায় ইহা নির্দ্ধারণের জন্য রূপারামের বাড়ী বৈঠক বসিয়াছে, সোনারাম ব্যতীত উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেই উপস্থিত আছে।]

রূপারাম— আজ বৈঠকে সোনারাম আস্‌তে পার্বে'ন না। কোন্ এক মারোয়ারীর বাড়ীতে তিনি বিশেষ প্রয়োজনে চলে গেছেন। বৈঠক তাহ'লে কাল সকালের মত স্থগিত রাখা হউক। আপনারা কি বলেন ?

পেতলরাম—সে কি কথা ! সোনারাম যতই বড় হউন, তিনি না এলেই বা তার পরামর্শ না পেলেই যে আমাদের কোন কাজ করা চল্‌বেনা—এ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই সমীচীন বলে মনে করিনে।

রূপারাম— বাপু হে থামো। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! সোনারামের যে ক্রুটিই থাকুক, সে যে ধাতুবংশের উজ্জলরত্ন তা কি করে অস্বীকার কর্‌বে ? আর এই সমস্ত ব্যাপারে তার সাহায্য আমাদের পেতেই হবে। কোন্ বড় কাজ আমরা তার আন্তরিক সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন কর্ত্তে পেরেছি ? যাক্ সে কথা। ভাল, কাষ্ঠরাম আছো ?

কাষ্ঠরাম— যে আজ্ঞে হুজুর।

রূপারাম— কোন নূতন খবর পেলে?

কাষ্ঠরাম— বলার মত তেমন কোন খবর নেই, তবে—

রূপারাম— তবে বাড়ীর কুড়োলখানা ভেঙ্গে গেছে এই আর কি। কেমন?

কাষ্ঠরাম— না কর্ত্তা, ঈশ্বর কৃপায় বাড়ীর কুড়োল ভেঙ্গে যাবার মত কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। হঁা, যে কথা বল্‌তে গিয়েছিলুম,—রাস্তায় জনরব শুন্‌লুম, চুম্বকদের
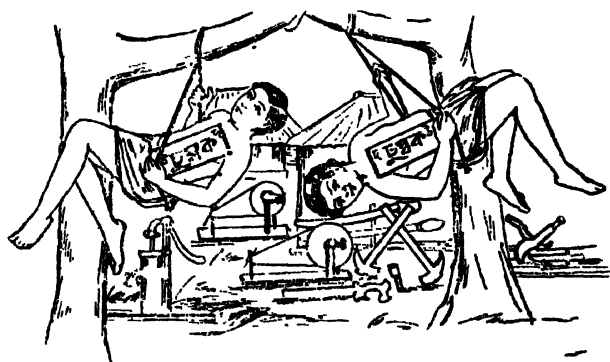
(দুইটী সদৃশ মেরুর বিকর্ষণ)

ভেতরে নাকি গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়েছে। কোথায় একটা যন্ত্র-প্রদর্শনীতে পাশাপাশি দুটো দোলনা ঝুলানো ছিল। চুম্বক আর তার এক জ্ঞাত ভাই দোলায় উঠতেই ওঃ মা—একরটী উত্তর মেরু অপরটার উত্তর মেরু থেকে ছিট্‌কে দূরে সরে গেল।

ঘৃণা ও বিচ্ছেদের এমন ধারা অভিব্যক্তি জীবনে বোধ হয় আর দেখিনি।

রূপারাম— দক্ষিণ মেরু কি কর্লে?

কাষ্ঠরাম— আমরা মুর্খ মানুষ। মেরু টেরু কাকে বলে ভাল জানিনে। তবে শুনলুম, একটি চুম্বকের দক্ষিণমেরু ও অপরটির দক্ষিণমেরু থেকে ঘৃণায় দূরে সরে গেলো। দর্শকদের ভেতরে কে একজন ওদের আবার পুর্ব্ববৎ পাশাপাশি করে রাখ্‌লে। কিন্তু জোর করে কি মিল আনা যায়? পাশাপাশি করে ছেড়ে দিতেই ওরা পরস্পরের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া করে থেমে রইলে।

রূপারাম— তাহলে তো বেশ সুখবরই এনেছো বল্‌তে হবে। কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস করা যায় না। দস্তারাম, এ বিষয় তুমি কিছু জানো?

দস্তারাম— হা জানি বৈকি। ঐ ঘটনার সময় আমিও যে উপস্থিত ছিলুম। কাষ্ঠরামের কথার উপর নির্ভর না করে ভালই করেছেন। চুম্বকদের ভেতরে ঐ রকম একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়েছিল ঠিকই, আবার তার মীমাংসাও চুড়ান্তভাবে হয়ে গেছে।

রূপারাম— কি রকম কি হলো বলতো।

দস্তারাম— চুম্বক দুটো যখন ছিট্‌কে দূরে সরে গেল, তখন তামারাম গিয়ে আপোষের চেষ্টা কর্লে। আপোষে তারা সহজেই একমত হোলো। একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু বল্লে—"আমায় যখন পাশের চুম্বকের দক্ষিণ মেরু ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে সরে গেছে তখন জীবনে আমি ওকে ভালবেসে আকর্ষণ কর্ত্তে পারবোনা। তবে ওর উত্তর মেরু যদি আমায় ভালবাস্‌তে চায়, আমিও তাকে আমার ভালবাসা দেবো"। অপর চুম্বকের উত্তরমেরু একথায় অমনিই
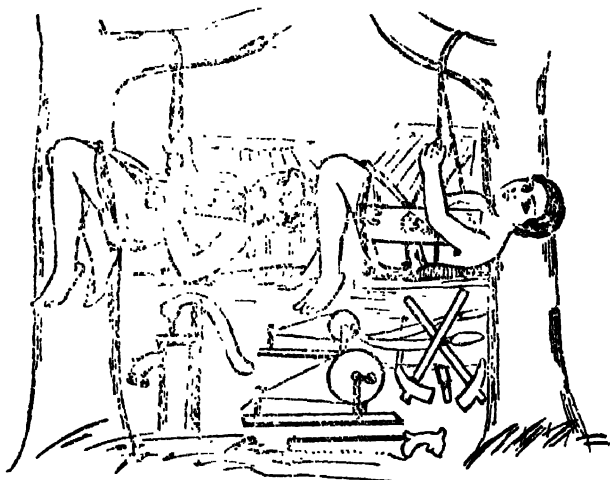
(বিসদৃশ দুইটী মেরুর পরস্পর আকর্ষণ)

রাজী হোলো। কারণ সেও উত্তর মেরুর উপেক্ষা ও ঘৃণায় খুব মর্ম্মাহত হয়েছে কিনা।

রূপারাম—তা হলে দেখা গেলো, ভালবাসাকে স্থায়ী ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই ওদের অমন ধারা বিচ্ছেদের অভিনয়। আর ওরা নিজেদের ভেতরে যতই কলহ করুক, আমাদের সম্বন্ধে ওদের একতার অভাব নেই। তা না হলে তামারামের একটী মাত্র কথায়ই ওরা আপোষে কখন মত দেয়? ওদের ঘরে কলহের সৃষ্টি করে ওদের ক্ষতি করা কল্পনার কথা। হাঁ তামারাম! তুমি তো এ বিষয় আমাকে কিছুই বলোনি।

তামারাম—বলে কিছুই লাভ হোতো না, তাই বলিনি।

রূপারাম— তাতো বুঝলুম। আচ্ছা, এখনই আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যাক্। দেরী করে কোন লাভ নেই।

তামারাম—আমি একটি সহজ উপায় ভেবেছি। দেহের বল আমাদের কারোর কম নয়। বিদ্যায় যতই বড় হোক্ জোরে ওরা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না। চুম্বক যখনই আমাদের সামনে লোহারামকে নিয়ে ভাব কর্‌বে, তখন আমাদের কেউ ওদের বিচ্ছিন্ন করে মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবো। দেখ্‌বো, ভালবাসার টান তখন কোথায় চলে যায়।

রূপারাম—এ যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? উপস্থিত সভ্যদের ভেতরে কে এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত আমি জান্‌তে চাই।

তামারাম—আমি এ ভার নিতে পার্‌তুম। কিন্তু আমি চুম্বকের সাম্‌না সাম্‌নি গিয়ে শত্রুতাচরণ কর্লে আমাদের এ ষড়যন্ত্র বেফাঁস হয়ে যেতে পারে।

রূপারাম—ঠিকই বলছো। সেজন্য, তুমি এ কাজে অগ্রণী হও এ আমার ইচ্ছে নয়। অপর কেউ কি এই কাজ সম্পন্ন কর্ত্তে পারে না?

[উপস্থিত সকলেই নীরব।]

রূপারাম—যাক্‌! এখানে যখন কেহই সাহস কর্ছে না, তখন সোনারাম ও আমাতে মিলে যা হয় ব্যবস্থা কর্‌বো।

[সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।]

ষষ্ঠ স্তবক

[চুম্বক নিজ বাড়ীর সামনের ঘরে লোহারামের
(২) জন্য অপেক্ষা করিতেছিল]

চুম্বক (স্বগত)—ব্যাটারা ভেবেছে আমরা কিছুই টের পাইনি। আমাদের ওর' জব্দ কর্‌বে! প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—কি মূর্খ, অর্ব্বাচীন এরা! যাক্‌। এরা যখন আমাদের পেছনে লেগেছে, আমাদেরও আর শান্ত শিষ্ট হয়ে থাক্‌লে চল্‌বেনা। লোহারাম (২) এখনও এলোনা কেন?

[লোহারামের (২) প্রবেশ]

লোহারাম (২)—(প্রণাম পূর্ব্বক) এই যে এসেছি, গুরুদেব।

চুম্বক— এসো, বসো। তোমাদেরই একজনকে আমার এখন বিশেষ প্রয়োজন। অফুরন্ত শক্তির উৎস জাগিয়ে আমি তোমায় চুম্বক ধর্ম্মে আজ দীক্ষিত কর্‌বো। এ শক্তি সাধারণ দীক্ষাপদ্ধতিতে দেওয়া চলে না।

লোহারাম (২)—আপনার নূতন দীক্ষাপদ্ধতি আমায় বলুন।

চুম্বক— আমার ঘরের ভেতর একটী তামার তারের কুণ্ডলী আছে। ঐ কুণ্ডলী তোমার শরীরের চারদিকে জড়াতে হবে। তারপরে টর্চ্চ লাইটে যে ব্যাটারী ব্যবহার হয় না, তার চার পাঁচটে থাক্‌বে তোমার সঙ্গে। ব্যাটারীগুলো পরস্পর যুক্ত করে তাদের সাথে একটা চাবির ভেতর দিয়ে কুণ্ডলীর খোলা দুমুখ থাক্‌বে বেশ আটাভাবে লাগানো। চাবি টিপে বন্ধ কর্‌লেই কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্বরু হবে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হতেই তুমিও একটী প্রচণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়ে যাবে। চাবি খুলে দেওয়ামাত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হবে, তুমিও চুম্বক ধর্ম্ম হারিয়ে যেমনটী ছিলে তেমনটী আবার হয়ে পড়্‌বে। এতে তুমি ইচ্ছেমত কখনও চুম্বক আবার কখনও লোহা হয়ে বিচরণ কর্ত্তে সক্ষম হবে। তোমার শরীরটা বাঁকিয়ে যদি ইংরেজী ইউএর মত করে নাও, তাহলে তোমার কার্য্যকরী শক্তি হবে ঢের বেশী। তখন দুটো মেরুই পাশা-পাশি থাক্‌বে বলে উহারা একই সময় তোমার কাজে আস্‌বে।

লোহারাম (২)—আচ্ছা গুরুদেব, আমি আমার শরীর বাঁকিয়ে নিলুম। এইবারে আপনার দীক্ষাপদ্ধতির অন্যান্য ব্যবস্থায় আমাকে সাহায্য করুন।

[লোহারামের (২) চারিপাশে তারকুণ্ডলী জড়ানো এবং ব্যাটারী, চাবি ও সংজোযক তার প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল।]

লোহারাম (২)—(চাবি টিপিয়া) গুরুদেব! আমার ভেতরের অণু পরমাণুগুলো যেন প্রবল শিহরণ জাগিয়ে আমার দেহে শক্তি সঞ্চারিত কর্চ্ছে। এত শক্তি কি আমি ধরে রাখ্‌তে পার্‌বো ?

চুম্বক— ব্যাটারী যতক্ষণ খারাপ না হবে ততক্ষণ এ শক্তি ঠিকই থাক্‌বে। ব্যাটারীর শক্তি কমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার শক্তিও কমে আস্‌বে। কিন্তু ব্যাটারীর সংখ্যা বা তারের কুণ্ডলীর পাক যত বাড়াবে, ততই অধিক হতে অধিকতর শক্তি তোমার দেহে প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে।

লোহারাম (২)—এ শক্তির পরিচয় কখন পাবো ?

চুম্বক— চুম্বক ধর্ম্ম লাভ করেনি এমন লোহাকে তুমি বহু-দূর থেকে আকর্ষণে টেনে আন্‌বে। আর সেই লোহা তোমার গায়ে এমন দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে যে বিশেষ বলবান কেউ না হলে তোমাদের আলাদা কর্ত্তে পারবে না। আচ্ছা এইবার চাবি খুলে দিয়ে নিজের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে এসো। চাবি বন্ধ রাখ্‌লে ব্যাটারীর ক্ষমতা কমে আসে। অতএব, যখনই তোমার চুম্বকের ধর্ম্ম অর্জ্জন করা প্রয়োজন হবে

তখনই চাবি বন্ধ করে দিবে। প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই আবার চাবি খুলে ফেলবে।

লোহারাম (২)—আর কিছু বলার আছে গুরুদেব?

চুম্বক— হাঁ, এই নূতন দীক্ষায় তোমার নূতন নামকরণ চাই। বিদ্যুতের সম্মানে তোমার নাম সমস্ত জগতে বিদ্যুৎ-চুম্বক বলে পরিচিত হবে। আর একটী কথা। এই পদ্ধতিতে তোমার মেরু দুটোর স্থিরতা থাকবে না। তার কুণ্ডলীর যে প্রান্তে ঘড়ির কাটার অনুরূপ দিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হবে সেখানে হবে দক্ষিণ মেরু, আর যে প্রান্তে উহার বিপরীত দিকে হবে সেখানে হবে উত্তর মেরু। বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক্ নির্ভর কর্‌বে তোমার ব্যাটারীর সংযোগের উপরে। কাজেই একই প্রান্ত, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, কখন দক্ষিণ কখন উত্তর মেরু হতে পার্‌বে। এ বিষয়টী বেশ মনে করে রেখো।

লোহারাম (২)—আচ্ছা, সোজা চুম্বকের মত দোলায় উঠলে, আমিও উত্তর-দক্ষিণ-মুখো হয়ে থাকতে পারবো।

চুম্বক— না, ঐটী তোমা দ্বারা হবে না। ঘোড়ার খুরের মত স্থায়ী চুম্বকের পক্ষেও উহা সম্ভব নয়। খুব ভাল কথাই তুলেছিলে। দোলায় উঠে সোজা চুম্বকের মত আচরণ কর্ত্তে গিয়ে আবার সকলের হাস্যাস্পদ হোয়োনা কিন্তু।

লোহারাম (২)—গায়ে তার কুণ্ডলী জড়ানোর কোন বিধি-নিষেধ নেই তো ?

চুম্বক— হঁা, আমি সে কথাই এখন বল্‌তে যাচ্ছিলুম। সোজা লোহার গায়ে বরাবর একমুখো এবং ইংরেজী "ইউ"এর মত বাঁকানো লোহার দুই বাহুতে বিপরীত মুখো করে তার কুণ্ডলা জড়াতে হয়। এর অন্যথা কর্লে ই অনুষঙ্গ মেরু এসে অসুবিধা ঘটাবে।

লোহারাম (২)—আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। গুরুদেব, দয়া করে আমার ভাই ইস্পাতকেও এই নূতন দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করুন।

চুম্বক— তোমার নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহে সন্তুষ্ট হলুম। কিন্তু এই প্রকারের দীক্ষায় ইস্পাতকে স্থায়ী চুম্বকেই শুধু পরিণত করা চলে, বিদ্যুৎ-চুম্বকে নয়। ইস্পাত ইহার পক্ষে অনুপযুক্ত। বিদ্যুৎ-চুম্বক হবার অধি-কার শুধু তোমার ও তোমারই মত নরম লোহার আছে। এইবার আমার একটি অনুরোধ শোনো। আস্‌ছে কাল বিকেলে ৪টার সময় স্থানীয় স্কুল প্রাঙ্গনে হাজির থাক্‌বে। সেখানে একটা জন-সভায় আমার নিমন্ত্রণ আছে। কোন বিপদে পর্লে তোমার সাহায্য থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

লোহারাম(২)—আপনার আদেশ সানন্দে শিরোধার্য্য কর্লুম।

সপ্তম স্তবক

[স্কুল প্রাঙ্গনে সোনারাম, রূপারাম, লোহারাম (৩) ও অন্যান্য প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছে।]

লোহারাম (৩)—(চুম্বককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) এই যে আসুন গুরুদেব। আপনার জন্য এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে ছিলুম। আপনি এখানে আসাতে কৃতার্থ হয়েছি।

চুম্বক— এসো, তোমার সঙ্গে একবার কোলাকুলি করে নেই (আলিঙ্গনের জন্য অগ্রসর)।

সোনারাম—(বিরক্তভাবে) জনসভায় এরূপ ব্যক্তিগত ভালবাসার অভিনয় আমরা অপমানজনক ও অভদ্রোচিত বলে মনে করি। এতে বাঁধা দেওয়া প্রয়োজন। রূপারাম, এইবার সুযোগ উপস্থিত, এদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পথ রুদ্ধ করে অবস্থান কর।

[রূপারাম চুম্বক ও লোহারামের মাঝখানে দণ্ডায়মান হইল]

রূপারাম—চুম্বকের কাছে কে যেন এগিয়ে আসছে। লোহারামের সহোদর বলেই তো মনে হচ্ছে। সমস্ত গায়ে কি জড়ানো—তার সঙ্গে আবার কতগুলি ঘট যোগকরা দেখছি। শরীরটা বেঁকে যে

ধনুষ্টঙ্কারের মত হয়েছে। এই যাঃ—একেবারে যে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। (আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া) তোমার এখানে আবার কি জন্যে আগমন ?

(ছদ্মবেশী বিদ্যুৎ-চুম্বক রূপারামের সাম্‌নে আসিয়া বসিতেই চুম্বক একপাশে সরিয়া গেল, লোহারাম (৩) স্বস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।)

বিদ্যুৎ-চুম্বক—তোমার সব কথা আমি শুন্‌তে পেয়েছি। হাঁ, আমার ধনুষ্টঙ্কারই হয়েছে সত্য। শরীরটা কয়েক দিন যাবত ভালনা। ঠাণ্ডায় শরীরটা বেঁকে গেছে, আর সেজন্যেই গরম জামা পড়ে এসেছি। তা তোমাদের এ কেমন বিচার ? চুম্বক যদি লোহাকে ভালবাসে বাসুক, এতে তোমাদের হিংসে করা তো ঠিক নয়।

রূপারাম—যাও, যাও, তোমার আর মোড়োলগিরি কর্ত্তে হবে না। নিজের স্বার্থে ঘা লেগেছে কিনা—তাই এসব অযাচিত উপদেশ শোনানো হচ্ছে। দাঁড়াও, চুম্বক ব্যাটাকে একবার জব্দ করে নেই—তারপর তোদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবকটার হাড় গুড়ো করে দেবো।

[চুম্বক অন্তরে হাসিতে লাগিল, রূপারামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান লোহারাম (৩) অত্যন্ত ভীত, সন্ত্রস্ত হইল।]

বিদ্যুৎ-চুম্বক—আমার হাড় যখন গুড়ো করবে সে তখন হবে। এইবার হয় পথ ছেড়ে দাও, নতুবা ইষ্টদেবের নাম

জপ কর। আমাকে ঠিক চিনতে পারোনি। আমি ছদ্মবেশী চুম্বক। এসো, তোমার ধৃষ্টতার পরিণাম ভাল করে বুঝিয়ে দেই।

[লোহারামের (৩) মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।]

রূপারাম—ইস্, ওকে আবার ভয় কর্ত্তে হবে। আমি পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকবো। দেখি, তোর
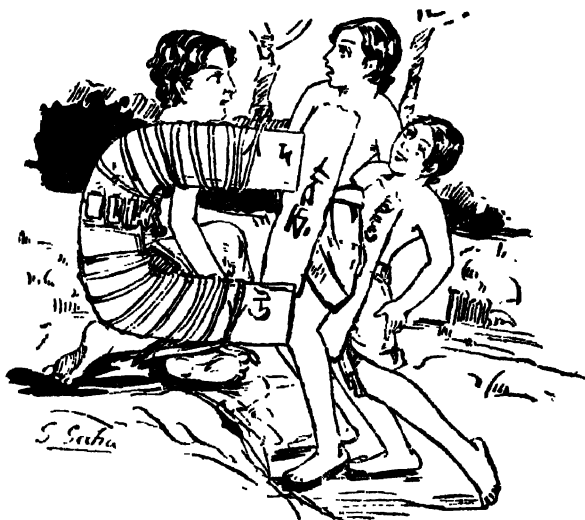
[রূপরাম বিদ্যুৎ চুম্বক ও লোহারামের মধ্যে থাকিয়া প্রবল চাপে পিষ্ট হইতে লাগিল।]

চুম্বক শক্তি কি করে আমাকে ভেদ করে চলে যায়?

বিদ্যুৎ-চুম্বক—আচ্ছা, তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[এই বলিয়া বিদ্যুৎ-চুম্বক ব্যাটারীর চাবি বন্ধ করিয়া প্রবল চুম্বকে পরিণত হইল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে লোহারাম পবনবেগে ছুটিয়া আসিয়া প্রবল শব্দে বিদ্যুৎচুম্বকের উপর সংলগ্ন হইবার চেষ্টা করিল—রূপারাম উভয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রবল চাপে পিষ্ট হইতে লাগিল।]

বিদ্যুৎ-চুম্বক—(সহাস্যে) কেমন, দেখ্‌লিতো ? আমার শক্তি আট্‌কে রাখতে পারিস্‌ কিনা। এখন হিংসার মজাটা বোঝো। (সোনারামদের লক্ষ্য করিয়া) তোমরাও এক এক করে এসো। যাতাকলের ভেতর পুরে একদম পিষে ফেল্‌বো।

[সোনারাম প্রভৃতির ভয়ে পলায়ন।]

রূপারাম—ও বাবা গো—ও মাগো—গেলুম গো—আর শ্বাষ নিতে পাচ্ছিনাগো! দোহাই ছদ্মবেশী চুম্বক—তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। নাকে খত দিয়ে বল্‌ছি, জীবনে এমন বেয়াদবী আর কর্‌বোনা। দয়া করে একটীবার প্রাণ ভিক্ষে দাও।

বিদ্যুৎ-চুম্বক—(চাবি খুলিয়া) আচ্ছা, আমি আমার শক্তি সংযত কর্‌লুম্‌। সাবধান! ভবিষ্যতে আর চুম্বকের বা লোহার বিরুদ্ধে এমন ভাবে লেগোনা কিন্তু।

রূপারাম—ওঃ বাবা! আর কি এমন কাজে হাত দেই? তুমি দীর্ঘজীবি হও। যে দয়া আজ দেখালে তা আমি জীবনে ভূলবোনা। (স্বগতঃ) একবার অব্যাহতি যখন পেলুম, ব্যাটার উপর প্রতিহিংসা নিতেই হবে।

(দ্রুত প্রস্থান)

তামারাম—আমিও তাহ'লে এখন আসি ভায়া। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। রূপারাম প্রভৃতিকে এরূপ শিক্ষা দেয়ার ষড়যন্ত্র ও পন্থা-নির্দ্দেশ আমারই।

বিদ্যুৎ-চুম্বক—আমি তা জান্‌তে পেরেছি। সেজন্যেই তো তোমায় আমি গায়ের অলঙ্কার করে রেখেছি। শুধু আমার গায়ের অলঙ্কার হিসেবে কেন, আমার জন্মদায়ীনি শক্তিভূতা জননী বিদ্যুতের প্রধান বাহন হিসেবেও যে তোমার জগৎময় প্রতিষ্ঠা। তোমার পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়। তোমার ধাতু-জন্ম সার্থক হয়েছে, তামারাম।

তামারাম—কিন্তু তোমার গায়ে ঐ যে কুণ্ডলী জড়ানো আছে, উহা তো সূতোর বলেই মনে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ-চুম্বক— তোমার ধারণা আংশিক সত্য। তবে যেটাকে তুমি সূতো বলে ভাব্‌ছো, উহা তামার তারের

উপরই একটা সুতার আবরণ মাত্র। এই আবরণ না থাক্‌লে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার সময় তারের গা থেকে সুবিধে পেলেই বিদ্যুৎ পালিয়ে যায়। মানুষ ঐ রকম তার স্পর্শ কর্‌লে তার শরীরে ভয়ঙ্কর ধাক্কা লাগে। তা না হলে তোমাকে অমনভাবে ঢাকার কোন প্রয়োজন হোতো না।

তামারাম—আমার দিক দিয়ে ও ভালই হোলো। সোনারাম প্রভৃতি বুঝ্‌তে পারেনি যে আমিও তলে তলে তোমাদের সঙ্গেই আছি। তারা একেই আমায় নারদ, বিভীষণ, মিরজাফর এমনি কতকিছু ব'লে এখানে সেখানে অসাক্ষাতে নিন্দে করে বেড়ায়। এই সমস্ত ব্যাপার তারা জান্‌তে পার্‌লে আমার কি আর রক্ষে আছে ?

বিদ্যুৎচুম্বক—ভগবান তোমার সহায় আছেন। তোমার কোন ভয় নেই। আচ্ছা, এইবার যাওয়া যাক্‌।

(বিদ্যুৎ-চুম্বক ও তামারামের প্রস্থান, চুম্বক পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল।)

অষ্টম স্তবক

[চুম্বক-ধর্ম্মপ্রাপ্ত লোহারাম (১) চুম্বকের সঙ্গে তার বৈঠকখানায় বসিয়া কথা বলিতেছিল।]

লোহারাম (১) (চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত)—(চুম্বকের প্রতি) গুরুদেব! আমাদের শত্রুপক্ষ যেরূপ দলে ভারী হয়ে উঠ্‌ছে, তাতে আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধির আবশ্যকতা মনে করি। লোহামাত্রকেই আপনি চুম্বকধর্ম্মে দীক্ষিত করে নিন্‌না।

চুম্বক— তা কি হয়রে! লোহার দ্বারা দুনিয়ায় আরও যে কত অসংখ্য প্রকার কাজ করার রয়েছে। বিম বর্গা, কড়ি, কড়াই, অস্ত্র, শস্ত্র ও ছুরি, কাচি, যন্ত্র ইত্যাদি কত রকমারি জিনিষ তৈয়ারে লোহা ভিন্ন চলে না। তবে একটা ভাল খবর শোন। আমার কাছে আর একটী দীক্ষাপদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিতে বিশেষ কোনই প্রক্রিয়া নেই। শুধু সংস্পর্শ বা সান্নিধ্য দ্বারা আমরা আমাদের প্রভাব-ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী যে কোন লোহাকে কম বেশী মাত্রায় চুম্বকধর্ম্মে অনুপ্রাণিত কর্ত্তে পারি। এ প্রণালীতে অবশ্য স্থায়ী ও শক্তিমান চুম্বকের সৃষ্টি করা চলে না কেননা, আমরা দূরে সরে গেলেই লোহার চুম্বকত্ব লোপ পায়।

লোহারাম (১)—এ'তো চমৎকার পদ্ধতি। মুহূর্ত্তের ভেতরে এক জায়গায় সমবেত সবগুলো লোহাকে চুম্বক বানিয়ে দেওয়া—কি বিস্ময়কর ব্যাপার! হলই বা এরা দুর্ব্বল ও ক্ষণস্থায়ী। ঐ সময়ের জন্য ওরা নিশ্চয়ই চুম্বক বলে গণ্য হবে। মিটিং ফিটিংএ ভোট দেয়ার সময় বেশ চাল দিয়ে সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া চল্‌বে। আচ্ছা, গুরুদেব! এ পদ্ধতিতে মেরু-সৃষ্টির কি অন্য কোন নিয়ম আছে?

চুম্বক— নিশ্চয় আছে। এ নিয়ম সাধারণ পদ্ধতির ঠিক উল্টো। চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে লোহার যে প্রান্ত থাক্‌বে সেহ প্রান্ত হবে দক্ষিণ মেরু, আর লোহার যে প্রান্ত দূরে থাক্‌বে সেই প্রান্ত হবে উত্তর মেরু। তেমনি, চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর নিকটে লোহার যে প্রান্তভাগ থাক্‌বে সেখানে হবে উত্তর এবং দূরবর্ত্তী প্রান্তে হবে দক্ষিণ-মেরু।

লোহারাম (১)—শুনে খুব আনন্দ হলো। এখন আর আমাদের ভাবনা নেই। (অদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) গুরুদেব, আমি এখন বিদায় হই। বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল বিদ্যুৎ-চুম্বক এদিকে আস্‌ছেন, আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন।

(লোহারামের (১) একপথ দিয়া গমন, বিদ্যুৎ চুম্বকের ভিন্ন পথে প্রবেশ।)

চুম্বক— সাবাস ভায়া! রূপারাম তোমার হাতে যা শিক্ষা পেয়েছে দেখ্‌লুম, তাতে করে ওরা নিশ্চয়ই

জোট পাকিয়ে আমাদের আর শান্তি ভঙ্গ করবে না।

বিদ্যুৎ-চুম্বক—প্রথমটায় ভেবেছিলুম, তাই বা হবে। কিন্তু অপমানে হতবুদ্ধি হয়ে, ওরা হীন প্রতিহিংসার উপায় অবলম্বন কর্ছে। গেছে কাল দুর্ব্বৃত্তেরা ভয়ে যখন

[দন্তারাম প্রভৃতি একটী চুম্বককে একাকী পাইয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।]

আমার কাছ থেকে পালিয়ে নানাদিকে চলে যায়, তখন রাজপথে ওদের ভেতর কাহারা একটা তরুণ চুম্বককে একাকী দেখ্‌তে পায়। ওকে ধরে

নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে প্রথমটায় হাতুড়ি দিয়ে খুব মারপিট করে; তারপর ক্রমাগত মেজের ওপোর আছাড় মার্‌তে থাকে। কিন্তু এত নৃশংসতা দ্বারা ও যখন বেচারার চুম্বক ধর্ম্ম একেবারে তাড়াতে পার্লে না, তখন শয়তান ব্যাটারা ওকে আগুনে পুড়ে ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিলে!

[দত্তারাম ধৃত চুম্বকটীকে হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিতেছে।]

চুম্বক— একথা কার কাছে শুনলে?

বিদ্যুৎ-চুম্বক—কথাগুলি সব সত্য। তবে প্রথম কে খবরটা দিয়েছে মনে নেই।

চুম্বক— কিন্তু আছাড়ে, হাতুড়ির পিটুনীতে আর আগুনে পোড়ালে যে আমাদের চুম্বক ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ওরা কি করে জানলে ?
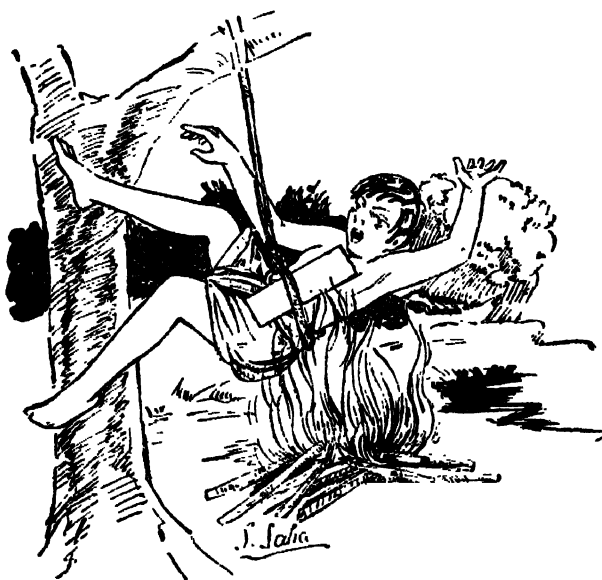
[ধৃত চুম্বকটীকে দড়ীতে ঝুলাইয়া আগুন দেওয়া হইতেছে।]

বিদ্যুৎ-চুম্বক—বোধ হয় কোন বিশ্বাসঘাতকের কাজ হবে।

চুম্বক— বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ব্যর্থ এদের হীন প্রচেষ্টা। হাতুড়ীর পিটুনীতে, আগুনে কটা চুম্বকের ধর্ম্ম ওরা নষ্ট করবে ? আর নষ্ট করলেই কি হোলো ? ঐ যে দগ্ধ চুম্বকের কথা বললে, ওর দগ্ধ দেহকে

তোমার দেহে সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে একবার স্পর্শ কর, দেখ্‌বে উহা মুহূর্ত্তের মধ্যে অধিকতর প্রবল চুম্বকে পরিণত হয়ে গেছে।

বিদ্যুৎ-চুম্বক—কি আশ্চর্য্যের কথা! কিন্তু এ কেন সম্ভব হয়?

চুম্বক— প্রকৃতির বিধানে হতেই হবে। লোহাকে চুম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত করার মানে হোলো ওর এলোমেলো সুপ্ত আণবিক চুম্বক গুলোকে নির্দ্দিষ্টভাবে সাজিয়ে দেওয়া। তেমনি চুম্বকের ভেতরকার সাজানো আণবিক চুম্বক গুলোকে কোনমতে এলোমেলো কর্ত্তে পারলেই ওর চুম্বকত্ব চলে যায়। কিন্তু চুম্বকত্ব চলে গেছে এরূপ চুম্বক লোহার দেহ আমাদের যে কেহ ঘষে দিলে ওর এলোমেলো চুম্বকগুলো আবার ঠিকভাবে এসে দাঁড়ায় এবং উহা আবার একটি চুম্বকে পরিণত হয়ে পড়ে। চুম্বকের স্পর্শে বা মর্দ্দনে লোহার আণবিক চুম্বক গুলোর এলো-মেলো ভাব কেটে যায়, আর আগুনের স্পর্শে ও হাতুড়ীর পিটুনী ইত্যাদিতে চুম্বকের সাজানো আণবিক চুম্বকগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে বলে ওর চুম্বকত্ব অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিদ্যুৎ-চুম্বক—হাঁ, একথা লোহারামের কাছে শুনেছিলুম অনেক দিন আগে। (অদূরে লক্ষ্য করিয়া) দগ্ধচুম্বক যেন এদিকে আসছে।

চুম্বক— কি করে এখানে ফিরে এলে বৎস! বরাতদোষে তোমার অনেক দুঃখ ভোগ করতে হোলো।

দগ্ধচুম্বক—তা হলে আপনি সব ঘটনা শুনেছেন। আমাকে যখন দড়ীতে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়ে দেখ্‌লে আমার চুম্বকত্ব এতটুকুও নেই, তখন ওরা রাস্তার ধারে আমায় ফেলে দিলে। কাল সমস্ত রাত আমি অজ্ঞান হয়ে রাস্তার পার্শ্বেই পড়েছিলুম। আজ কিছু পূর্ব্বে জ্ঞান ফিরে আস্‌তেই আপনার কাছে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাতে এলুম।

চুম্বক— বিধাতার ইচ্ছা খণ্ডন করা যায় না। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ-চুম্বক এখনই তোকে আবার শক্তিমান চুম্বকে পরিণত করে দেবে।

[বিদ্যুত-চুম্বক চাবি বন্ধ করিয়া চুম্বকে পরিণত হইল এবং দগ্ধ লৌহের গাত্রদেশ কয়েকবার স্পর্শ করিল।]

দগ্ধচুম্বক—ওঃ! ধরে আবার প্রাণ এলো। জীবনে আর কখনও একা একা কোথাও যাবো না। হাতুড়ির পিটুনী আর আগুনে বড্ড ভয় লাগে। ওরা আমাদের মরণকাঠী।

বিদ্যুৎ-চুম্বক— (চুম্বককে লক্ষ্য করিয়া।) গুরুদেব, আমি এখনি বেরিয়ে পড়্‌বো। আজ সন্ধার সময় সোনারামদের জব্দ করার একটী ভারী মজার

উপায় স্থির করা হয়েছে। যদি এ চেষ্টায় কোন
সুফল ঘটে আপনাকে খবর দেবো।

[বিদ্যুৎ-চুম্বকের প্রস্থান, দণ্ড-চুম্বক সেদিনকার মত চুম্বকের
বাড়ীতেই রহিয়া গেল।]

নবম স্তবক

(দস্তারামের আড্ডাখানা)

রূপারাম— শেষটায় চুম্বক ব্যাটাদের চাপে মারা পড়েছিলুম
আর কি! আমি তবু বরাতজোরে হাড়-কখানা
নিয়ে ফিরে এলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যার পরে যখন
আমাদের সভ্যদের ভেতর কে কে রাস্তা দিয়ে
যাচ্ছিল, তখন একটা গাছের ডাল থেকে পাহাড়
প্রমাণ একটা জিনিষ ওদের ঘাড়ের উপর এসে
পড়্লো। হতভাগ্য ওরা—ওদের হাড়গুলো প্রচণ্ড
চাপে একদম গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল! আর

সেই গুড়োগুলি হাওয়ায় উড়ে কোথায় মিশে গেছে কে জানে।

দস্তারাম—আরে! ওযে তিড়িং-চুম্বকেরই কাজ—তুমি যার হাতে অমন জীবন মরণ সমস্যায় পড়েছিলে। ব্যাটার আকর্ষণ শক্তি অসাধারণ—সঙ্গে ওর যাদুমন্ত্রের চাবি। চাবিটা বন্ধ করলেই ওর দেহে প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়ে উঠে। তখন খুব ভীষণাকার লোহাকে আঁকড়ে ধরে থাকা ওর পক্ষে তুচ্ছ ব্যাপার। চাবি খুলে দিলেই ওর আকর্ষণ চলে [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] জিনিষ মাত্রকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়।

উপস্থিত সকলে—প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসা চাই। ছলে বলে কৌশলে চুম্বকব্যাটাদের অনিষ্ট সাধন করতেই হবে।

(সহসা পেতলরামের প্রবেশ)

পেতলরাম— (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) আর ভয় নেই. আর চিন্তে নেই। চুম্বকব্যাটাদের মরণকাঠি জানতে পেরেছি! রাত্রি বেলায় ওদের ঘর বাড়ী আগুন লাগিয়ে পুড়ে দাও। [illegible] চুম্বকত্বের [illegible] হয়ে যাবে।

দস্তারাম— কি করে জানলে?

পেতলরাম—দুদিন হোলো আমরা কজনে মিলে একটা চুম্বককে একাকী পেয়ে প্রথমটায় হাতুড়ি দিয়ে খুব মার ধোর করি। তাতে যখন ওর সমস্তটা শক্তি চলে গেল না, তখন খেয়াল বশেই দড়ীতে ঝুলিয়ে ওর গায় আগুন লাগিয়ে দেই। খানিক বাদে আগুন থেকে তুলে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পেলুম, ব্যাটা আর লোহাকে আকর্ষণ করেনা, দোলায় উঠে উত্তর দক্ষিণ মুখোও থাকে না।

তামারাম—তোমাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সংবাদে উৎফুল্ল হবারও কোন কারণ নেই। তাই জেনে শুনেও একথা তুলিনি।

রূপারাম—কেন? কেন? আবার কি হোলো?

তামারাম—আমি বিশ্বস্তভাবে খবর পেয়েছি, যে চুম্বককে দগ্ধ করা হয়েছিল সেটা তেমন বলবান ছিল না। বিদ্যুৎ-চুম্বক নাকি তাকে আবার ঢের বেশী শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করেছে। জীয়ন-কাঠি যখন ব্যাটাদের হাতে রয়েছে, তখন আগুন টাগুনে কিছুই হবার নয়।

রূপারাম—তা হলে কি কাজ করা যায়?

দস্তারাম—মুখোমুখি হয়ে ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবোনা। কাজেই গুপ্তহত্যারূপ হীন পন্থায় এখন ওদের কাবু কর্ত্তে হবে।

পেতলরাম—সে বুদ্ধি মন্দ নয়। ৪।৫ টাকে অমনি কেটে মেরে ফেল্লে আর কিছু না হোক, ওরা একটু ভয়ে ভয়ে থাক্‌বে।

রূপারাম—বেশ, তাহলে আজই আমরা শানানো ছুরিকা নিয়ে ৪।৫ জনে মিলে রাজপথের পাশে গাছের ঝোপে লুকিয়ে থাক্‌বো। চুম্বকদের কাউকে দেখ্‌তে পেলে ছুরিকার আঘাতে চুম্বকজীবন শেষ করে দেবো। (রূপারাম প্রভৃতির প্রস্থান)

দশম স্তবক

[রূপারাম, সোনারাম, দস্তারাম প্রভৃতি সন্ধ্যার পর রাজপথের পাশে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।]

কাষ্ঠরাম—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পায় ব্যাথা ধরে এলো। কই, কোন ব্যাটারই তো টীকি দেখতে পেলুম্ না। ছুটো চুম্বকের বাড়ী তো কাছেই। তারা আবার এ সমস্ত ষড়্‌যন্ত্রের খবর পেয়েছে নাকি?

দস্তারাম— চুপ্ করো, চুপ্ করো। ঐ যে কারা আস্‌ছে। লম্বা ছিপছিপে একটা চুম্বক লোহারামের কাঁধে হাত রেখে বেশ আনন্দে কথা বল্‌ছে। ভালই হোলো। ব্যাটাকে অনায়াসে কেটে ফেলা যাবে।

রূপারাম—ভায়ারা, এইবার প্রস্তুত থাকো। চুম্বক আমাদের পাশ কাটিয়ে যেমনি চলে যাবে তেমনি শানানো ছুরিকা ওর শরীরে আমূলে বসিয়ে দিতে হবে।

[চুম্বক ও লোহারাম পাশ কাটিয়া যাইতেছে দস্তারাম ছুরিকাঘাতে চুম্বককে ধরাশায়ী করিল।]

চুম্বক— [illegible] ছুরিকার আঘাতে কেটে ফেল্লে! লোহারাম! লোহারাম [illegible] গেল? কাপুরুষ, [illegible] লুক্‌চে কে তোরা?

রূপারাম—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ না! ... তাই তোমাদের শঠতার প্রতিশোধ শঠ... তর দিয়েই নিতে হচ্ছে। এইবার কেমন জব্দ হয়েছো বাছাধন?

কাষ্ঠরাম— কিন্তু ব্যাটা দুখানা হয়েও যে বেশ কথা কইছে!

দস্তারাম—সে মরুকগে, ব্যাটার চুম্বকত্ব মরে ভূত হয়েছে নিশ্চয়!

(চুম্বকখণ্ডদ্বয় এক একটা গোটা চুম্বক হইয়া আত্ম প্রকাশ করিল।)

চুম্বক-খণ্ডদ্বয় (সমস্বরে)—হাঃ—হাঃ—হাঃ—অমন ভাবে আমাদের চুম্বকত্ব তোরা দূর কর্ত্তে পারবিনে, ঠিক জানিস্

রূপারাম—এখনও চুম্বকত্বের বড়াই করিস! ভাল কথা, কাষ্ঠরাম, লোহামশায়কে এইবার ছেড়ে দে! দেখ, বন্ধুর প্রতি এত টান কোথায় গেল।

(লোহারাম বিখণ্ডিত চুম্বকের প্রত্যেক খানি দ্বারা আকৃষ্ট হইল।)

চুম্বক-খণ্ডদ্বয়—এসো বন্ধু, এসো। শত খণ্ডে খণ্ডিত হলেও আমাদের চুম্বকত্ব অক্ষয় অমর।

কাষ্ঠরাম—থাম, আর বকতে হবে না। (স্বগত) ব্যাটাদের দোলায় ঝুলিয়ে দেখি উত্তর-দক্ষিণে-চাওয়া এখন আর হজম হয় কিনা।

(কাষ্ঠরাম পর পর চুম্বকখণ্ডদ্বয়কে দোলায় ঝুলাইল—দুইখানিই দোলিয়া ঘুরিয়া উত্তর দক্ষিণ-মুখো হইয়া অবস্থান করিল।)

রূপারাম— তাই ত, একি হোলো! ... চুম্বকত্ব যে কিছুতেই নষ্ট করা যাচ্ছে না। এদের টুকরো

টুকরো না কর্‌লে হবে না। পেতলরাম,—এক খণ্ড চুম্বক কষাই খানায় নিয়ে শত খণ্ডে বিভক্ত করে দেখো কি হয়।

(পেতলরাম আদেশ পালন করিতে গেল এবং কিছুকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া।)

পেতলরাম— না বন্ধু কিছুই হোলো না। মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী। ব্যাটা রক্তবীজের বংশ—প্রত্যেক খানি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টুকরা যেন এক একটা গোটা চুম্বক হয়ে দাঁড়ালো।
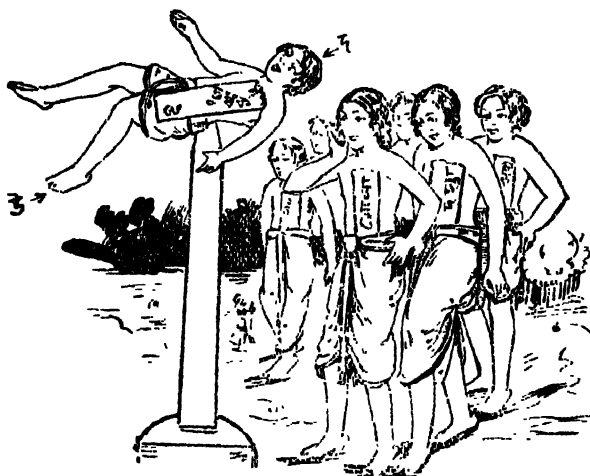
(খণ্ড-চুম্বক উত্তর দক্ষিণ-মুখো হইয়া রহিল।)

সোণারাম— তা হলে হত্যাদ্বারা তো কোন সুফলই সংঘটিত হচ্ছে না। বরং এত করে ওদের সংখ্যা বৃদ্ধিরই সহায়তা করা হোলো।

রূপারাম—এখন শেষ পন্থা অবলম্বন করে দেখবো। ঐ যে বাকী আর্দ্ধেক্ চুম্বককে আশ্রয় করে আর একটা গোটা চুম্বক গজিয়ে উঠেছে, ওর পেটের কাছে ছোট্ট গর্ত্ত করে শূলে চড়িয়ে দেওয়া যাক্।

(কাষ্ঠরাম রূপারামের অভিপ্রায় মত চুম্বক খণ্ডের পেটের কাছে ছোট গর্ত্ত করিয়া একটা লম্বমান ফলকদণ্ডের উপর স্থাপন করিল, চুম্বক ঘুরিয়া ফিরিয়া সহাস্যে উত্তর দক্ষিণ-মুখো হইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিল। রূপারাম প্রভৃতি উপর্য্যুপরি পরাভবে লজ্জাবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।)

একাদশ স্তবক

সোনারাম—এত শক্তি এত অর্থব্যয় হোলো। কিন্তু কিছুই তো আমরা করে উঠ্‌তে পারলুম না। পদে পদে আমরা চুম্বকের হাতে অপদস্থই হলুম। তামারামের মত চাণক্য থাক্‌তে এরূপ উপর্য্যুপরি

পরাভব মাথা পেতে গ্রহণ কর্ত্তে হবে তা কখন ভাবিনি।

তামারাম—ভায়া, চেষ্টার তো ত্রুটি কিছুই করিনি। বিধাতা তোমাদের প্রতিকূল, আমার কি ক্ষমতা আছে। তবুও কি আমি চুপ করে আছি? কালকে রাত্রে চুম্বক ব্যাটার বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল; খাওয়া শেষ হয়ে গেলে চুম্বক ব্যাটা যখন ওর শয়ন ঘরে ঢুক্‌লো, তখন সুযোগ পেয়ে ব্যাটার আত্মচরিত খানা চুরি করে আনি। আত্মচরিতে ব্যাটাদের নাড়ী নক্ষত্র সব জান্‌তে পেরেছি। কিন্তু আমাদের প্রতিহিংসা সাধনের পক্ষে তাতে সাহায্য হবে কিছু খানি বল্‌তে পারিনে।

সোনারাম—আত্মচরিতে কি আছে সংক্ষেপে একবার বল দেখি।

তামারাম—'চুম্বকের আদিম অবস্থান পাহাড়ের খনিতে। শিশু যেমন মায়ের বুক আকৃড়ে থাকে, চুম্বকও পৃথিবীর বক্ষ জড়িয়ে কাটাতো তার অতীত জীবন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য পৃথিবীর কাছে চুম্বককে ভিক্ষা চাইলে। শুনে চুম্বক কেঁদে আকুল। এদিকে প্রকৃতি আবার পৃথিবীর আজন্ম সখী। পৃথিবী বল্লে "বৎস, প্রকৃতির হাতে গেলেও তোর ওপোর ভালবাসা আমার অটুট থাক্‌বে। আমিও যে তোরই মত চুম্বক।

বিধাতার বিধানে উত্তর-দক্ষিণ মুখো করে আমার অনন্তশয্যা। যখনই স্বাধীন ভাবে বিচরণের সুযোগ পাবি, তখনই আমার স্নেহের টান বুঝতে পার্‌বি। দোলায় উঠ্‌লে আমারি মত উত্তর দক্ষিণ-মুখো হয়ে তোর দেহ অবস্থান কর্‌বে। শত চেষ্টায়ও অন্য কেউ তোর দেহ অন্য জায়গায় রাখ্‌তে পার্‌বে না। এর ভেতরেও আমার স্নেহের টানই উপলব্ধি কর্‌বি। আগুন, হাতুড়ির পিটুনী ও আছাড় বিছাড় এড়িয়ে চল্‌বি। কিন্তু ছুবিকায় খণ্ডবিখণ্ড হলেও তোর চুম্বকত্ব অটুট থাক্‌বে। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অণু এক একটী চুম্বক। অণুকে ভাঙ্গতে না পারলে কেউ তোদের চুম্বকত্ব কেউ নষ্ট কর্ত্তে পারবে না। লোহাকে এবং অল্প মাত্রায় কোবাল্ট ও নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে তুই আকর্ষণ কর্‌বি এবং তোর শরীরের স্পর্শ দ্বারা এদের কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করতে পার্‌বি। এদের ছাড়া আর যা কিছু আছে তাদের ভেতর দিয়ে তোর চুম্বক শক্তি [illegible] সঞ্চালিত হবে। [illegible] তোর চুম্বক [illegible] ভাব অবরোধ কর্বে না। তাই বলছি, [illegible] কৃত্রিম জীবন নিয়ে পাহাড় [illegible] তোর হবে কত সম্মান, কত প্রশংসা! টেলিফোন,

টেলিগ্রাফ, বেতার, মোটর, ডাইনামো, মাইক্রো-ফোন, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এবং আরও অসংখ্য যন্ত্রে হবে তোর প্রতিষ্ঠা। সব চাইতে বড় কীর্ত্তি হবে তোর—জাহাজ পরিচালনে। দিগন্ত-প্রসারী সমুদ্রে যখন দিক্‌নির্ণয়ের অন্য সব পন্থা অচল, তখন তুই হবি নাবিকদের একমাত্র ধ্রুবতারা। আলোকে, আঁধারে, ঝড়ে, বাদলে, তোর বিজয়-বৈজয়ন্তী বিঘোষিত হবে, প্রত্যেক নাবিকের জাহাজ প্রকোষ্ঠে। অতএব আক্ষেপ কোরো না বৎস! আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা বর্ম্মের মত ঘিরে তোমার প্রাকৃতিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

সোনারাম—এতো চমৎকার আত্মকাহিনী। শুনে যেন তৃপ্তি মেটে না! কিন্তু চুম্বকের সঙ্গে লোহারামের ভালবাসার কথা মনে হলেই হিংসার আগুন যেন জ্বলে ওঠে। কোন রকমে এদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে আমাদের আর আপশোষ থাকে না।

তামারাম—আত্মচরিতে আরও অনেক কথা আছে, তা এখন বল্‌লুম না। অবশ্য তা জেনে তোমাদের কাজেরও কিছুই এগোবে না।

রূপারাম— সব শুন্‌লুম ও বুঝ্‌লুম। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে আমাদেরও তো প্রয়োজন কম নয়।

তিনি আমাদেরও পরিচালিকা। আমরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ কোর্‌বো! প্রকৃতিদেবী আমাদের কামনা পূরণ না কর্‌লে তাঁর কোন কাজে আমরা থাক্‌বো না। হিংসার পথে গিয়ে আমরা ঠ'গেছি। অহিংস অসহযোগের পথ নিয়ে এবার দেখা যাক্‌।

তামারাম—সেই উত্তম।

দ্বাদশ স্তবক

[উন্মুক্ত মাঠে সোনারাম রূপারাম প্রভৃতি ধর্ম্মঘটকারীরা সমবেত হইয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে।]

দস্তারাম—অহিংসার পথ দিয়ে প্রেম আনা যায়। কিন্তু প্রতিহিংসার চরিতার্থতা হিংসার পথেই সম্ভব। প্রকৃতিদেবী কি আমাদের ধর্ম্মঘটে বিচলিত হয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর্ব্বেন?

সোনারাম—হিংসার পথে সুবিধে হলে কি বাপু আর এমন করে নিষ্ক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করি। আজ

ধর্ম্মঘটের দুর্দিন হয়েছে। আমাদের ভেতরে যারা হীন, কাপুরুষ, তারা ঘুষ খেয়ে কাজে যোগ দিয়েছে। কিন্তু শুনলুম, ব্যবসা, বাণিজ্য, কারখানা, বাজার সমস্ত মহলে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আর একদিন ধর্ম্মঘট চল্‌লে তুমুল বিশৃঙ্খলা এসে পড়্‌বে। প্রকৃতিদেবী কি চুপ করে এই সব দেখ্‌তে পার্‌বেন। একি! পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে, প্রবল শিহরণে যে ঠিক থাক্‌তে পার্‌ছি না! (সহসা মাটি কাঁপিয়া থামিয়া গেল।)

সমবেত সকলে—একি হলো, চলো পালাই, উঃ! কি কাপুনিটা খেলুম!

সোনারাম—তোমাদের ভয় নেই। কম্পন থেমে গেছে। প্রকৃতিদেবীর আসন টলেছে বলেই পৃথিবীর অমনি কম্পন হোলো।

দস্তারাম—তা হলে প্রকৃতিদেবী কি আমাদের আন্দোলনে বিচলিত হয়েছেন?

রূপারাম—হাঁ নিশ্চয়ই। (আকাশ পানে লক্ষ্য করিয়া) একি! চারিদিকে একটা স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা যেন পরিব্যাপ্ত হয়েছে! ঐ যে স্বর্ণ কিরীটমণ্ডিতা বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী আমাদের প্রকৃতিদেবী আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে ঊর্দ্ধ আকাশে অবতীর্ণা হয়েছেন। (প্রকৃতির আবির্ভাব।)

প্রকৃতি -- সোনারাম, রূপারাম। আমার ভাণ্ডারে যত ঐশ্বর্য্য আছে, তার ভেতরে তোমাদের স্থান অতি উচ্চে। তোমাদের ন্যায্য দাবী কি কখন পূরণ না করে পারি? কিন্তু ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বে আমাকে একবার স্মরণ কর্‌লে সব গোলমাল মিটে যেতো। তোমাদের কি কামনা আমায় জ্ঞাপন কর।
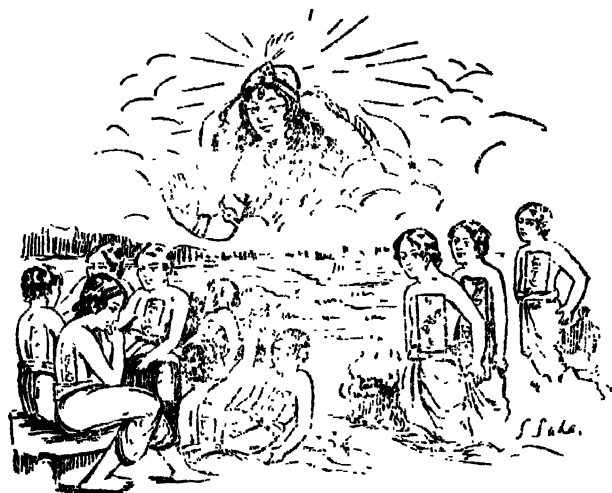
[আকাশে প্রকৃতির আবির্ভাব, রূপারাম প্রভৃতির মৌনাবলম্বন।]

সোনারাম—দেবী, চুম্বক চুম্বককে ভালবেসে আকর্ষণ কোর্‌লে, এতে অবশ্য আপত্তি করা অন্যায়। কিন্তু আমাদের সোনাদের ছেড়ে লোহার সঙ্গে চুম্বকের ঐরূপ প্রীতিসংস্থাপন আমরা কি প্রকারে সহ্য করি

বলুন। আপনি বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাম্য ব্যবহার আপনার কাছে আমরা প্রত্যাশা করি।

প্রকৃতি— তোমরা একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে এতটা কাণ্ড করেছো। আমার কথা শোনো। তার পরে তোমাদের আপশোষের বা প্রত্যাশার কিছুই থাক্‌বে না। চুম্বক চুম্বককেই শুধু ভালবেসে আকর্ষণ করে, লোহাকে নয়। কারণ লোহা যখন চুম্বকের কাছে আসে, তখন উহার প্রাকৃতিক লৌহ সত্ত্বা থাকে না—উহাও একটি সাময়িক চুম্বক হয়ে দাঁড়ায়। আসল চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে সাময়িক চুম্বকের দক্ষিণ মেরু অথবা আসল চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে সাময়িক চুম্বকের উত্তর মেরু সৃষ্টি হয়—উহাদের ভেতরেই আকর্ষণ ঘটে থাকে।

রূপারাম— হাঁ—বিসদৃশ দুটী চুম্বক মেরুর ভেতরে আকর্ষণ এবং দুটী সদৃশ চুম্বক মেরুর ভেতর বিকর্ষণ হয়, তা জান্‌তুম। আর চুম্বকের সান্নিধ্যে কোন লোহা থাক্‌লে উহাও সাময়িক চুম্বক হয়—একথাও তো নূতন বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মূর্খতা বশতঃ প্রকৃত ব্যাপারটী আমরা তলিয়ে দেখিনি।

প্রকৃতি— তা হলে দেখ্‌তে পেলে, লোহা ও চুম্বকের আকর্ষণের ভেতরে দুটী চুম্বকের বিপরীত মেরুর আকর্ষণই বাস্তবিক হয়ে থাকে—লোহা ও চুম্বকের

ভেতরে নয়। কাজেই বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হলেও লোহার উপর চুম্বকের প্রকৃত ভালবাসা আছে, এ ধারণা করা নিতান্ত ভুল হবে। তোমাদের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়েছে ? এই বারে ধর্ম্মঘট তুলে দিয়ে নিজনিজ কাজে নিযুক্ত হও গে।

সোনারাম— দেবী, আমাদের বিচারবুদ্ধি অজ্ঞানতার আঁধারে আচ্ছন্ন। নিজেদের ভুলভ্রান্তি বুঝ্‌তে পারিনি। আপনি আমাদের অন্যায় অভিযান মার্জ্জনা করুন। আপনার বিধান দুর্লজ্ঘ্য ও নিত্যস্থায়ী। কারও সাধ্য নেই, এর ব্যতিক্রম ঘটায়। আপনার বিধানে সন্দেহ করে আর কখন এসব হিংসামূলক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হব না। আজ আপনার পবিত্র সান্নিধ্য পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য হোলো। এখন থেকে অহিংসভাবে আপনার লীলাবৈচিত্র্য প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ কর্‌বো।

(প্রকৃতি দেবী অন্তর্ধ্যান করিলেন, এবং সোনারাম প্রভৃতি হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল।)

উপস্থিত সকলে—(সমস্বরে) জয় প্রকৃতিদেবীর জয়! জয় বিজ্ঞানের জয়! জয় চুম্বকশক্তির জয়!

শেষ